বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

বাউবির দীক্ষা: সবার জন্য উন্মুক্ত কর্মমুখী, গণমুখী ও জীবনব্যাপী শিক্ষা

শুভ জন্মদিন

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা
জননেত্রী দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জন্মদিনে আপনাকে প্রাণঢালা আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি।

১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জের মধুমতি নদী বিধৌত টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন গণতন্ত্রের মানসকন্যা শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছার জ্যেষ্ঠ সন্তান তিনি। আজ তাঁর ৭৫তম জন্মবার্ষিকী। এই শুভক্ষণে তিনি জাতিসংঘের ৭৭তম অধিবেশনে যোগ দেয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন।

তাঁর মেধা, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তাকে পরিচিত করেছে এক সফল রাষ্টনায়ক হিসেবে। কালের পরিক্রমায় শ্বাপদসংকুল পথ পেরিয়ে যিনি জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্বের সেরা দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী, চ্যাম্পিয়নস অব আর্থ এবং ভ্যাকসিন হিরো। বহির্বিশ্বেও তিনি অন্যতম সেরা রাষ্টনায়ক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশকে নিয়ে গেছেন অনন্য উচ্চতায়। জাতিসংঘের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সলুশন্স নেটওয়ার্ক (এসডিএসএন) দারিদ্র্য দূরীকরণ, পৃথিবীর সুরক্ষা এবং সবার জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণের সার্বজনীন আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশকে সঠিক পথে অগ্রসরের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার' প্রদান করা হয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের (এমডিজি) বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের পর টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে দেশকে তিনি জাতিসংঘের এমডিজি পুরস্কার এনে দিয়েছেন। এসব পুরস্কার বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ছয় বছর তাঁকে দেশে ফিরতে দেয়া হয়নি। মা বাবা স্বজন হারিয়ে শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে দেশের প্রতি তীব্র ভালবাসার টানে ১৯৮১ সনের ১৭ মে তিনি দেশে ফিরে দেশ মাতৃকার উন্নয়নে পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে নিজেকে নিবেদিত করেন। ১৯৮১ সালে আওয়ামী লীগের হাল ধরেন এবং দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে দলের সভাপতি নির্বাচিত হন।

পিতার মতো অসীম সাহসী, মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন নেতা হিসেবে শেখ হাসিনা মানুষের কাছে শুধু জনপ্রিয়ই নন তিনি এক অনন্য ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশের মানুষের এক অবিস্মরণীয় স্বপ্ন জয়ের নায়ক। তিনি জাতির পিতার স্বপ্নকে লালন করে সোনার বাংলা বিণির্মানে কাজ করে যাচ্ছেন। দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য, জাতির পিতা যে স্বপ্ন দেখে গিয়েছিলেন এক শোষণ বৈষম্যহীন দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর সুযোগ্য কন্যা, সুযোগ্য রাষ্ট্রনায়ক স্বপ্নকে সঠিকভাবে নিয়ে চলেছেন কাঙ্ক্ষিত পথে।

দেশের অভূতপূর্ব অগ্রযাত্রার কাণ্ডারি হিসাবে আপনি জাতির ইতিহাসের পাতায় দ্যুতিময় আলো ছড়াবেন। পদ্মাসেতুর রূপকার হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আত্মবিশ্বাস ও সাহসিকতার বিজয়গাথাকে আমরা অকুণ্ঠচিত্তে অভিবাদন জানাই। এছাড়াও জঙ্গি দমনে 'জিরো টলারেন্স' নীতি আন্তর্জাতিক মহলে বিশ্বনেতাদের প্রশংসা লাভ করেছে। করোনা কালীন সময়ে দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের যোগান দেয়া, তাদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় এনে বিপুল পরিমাণ জনসাধারণকে রক্ষা করা ছিল বিরাট চ্যালেঞ্জ। কিন্তু সে কঠিন কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করেছেন। আরেকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হচ্ছে দরিদ্র ভূমিহীন মানুষদের জন্য 'আশ্রায়ন প্রকল্প'। এ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত হাজার হাজার আশ্রয়হীন মানুষ তাদের নিজের ঘর, নিজের বসতভিটা পেয়েছে। এটি পৃথিবীতে একটি বিরল সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম। আপনার সুযোগ্য নেতৃত্বে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে আজকের বাংলাদেশ। প্রবর্তিত রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা।

করোনা পরবর্তীকালে যুদ্ধ এসে পৃথিবীর সব হিসাব নিকাশ পাল্টে দিয়েছে। অনেক দেশ অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে গিয়েছে কিন্তু প্রণোদনা প্রদানসহ বেশ কিছু বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কারণে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রয়েছে। শুধু তাই নয়, এশীয় অঞ্চলের অনেক দেশের চাইতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ভালভাবে ধরে রেখেছে বাংলাদেশ।

আপনার মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র প্রধানের চেয়েও বেশি মাতৃভাব, যা সহজেই বাংলার আপামর জনসাধারণকে বরাবরই আকর্ষিত করে। তাইতো আপনি 'মাদার অব হিউম্যানিটি' অভিধায় অভিষিক্ত। সহজ-সরল জীবনে অভ্যস্ত আপনার সুকুমার বৃত্তির চর্চাও বিদ্যজনকে আকৃষ্ট করেছে। আপনি বিদ্যানুরাগী। আপনি পড়েন, লিখেন এবং সম্পাদনা করেন।

সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ ও সোনার বাংলা বাস্তবায়নে দেশের জনগণ আপনার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে। আমরা আপনার দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবন কামনা করি। শুভ জন্মদিন আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা।

জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু॥

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
১৩ আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

অধ্যাপক সৈয়দ হুমায়ুন আখতার পিএইচডি
উপাচার্য
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫